দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

আইডিয়েল ঃ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে ৫টি জেলায়

এক সম্ভাবনাময় শিশু শিক্ষালয় প্রকল্প

স্বপন সাহা ।। শিশুদের জন্য স্বপ্নের মত সাজানো স্কুল গড়িয়া তুলিতে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে 'নিবিড় জেলা কার্যক্রম' (আইডিয়েল) প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচী দেশের ৫টি জেলায় শুরু হইয়াছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রধান মাধ্যম হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯৯০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় '৯২ সালে দেশের ৬৮টি থানা এলাকায় এবং '৯৩ সালে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিবিড় জেলা কার্যক্রম অন্যতম। দেশের ৫টি বিভাগের ৫টি জেলা এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। ইউনিসেফ এর সহায়তায় বাস্তবায়না-

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্র)

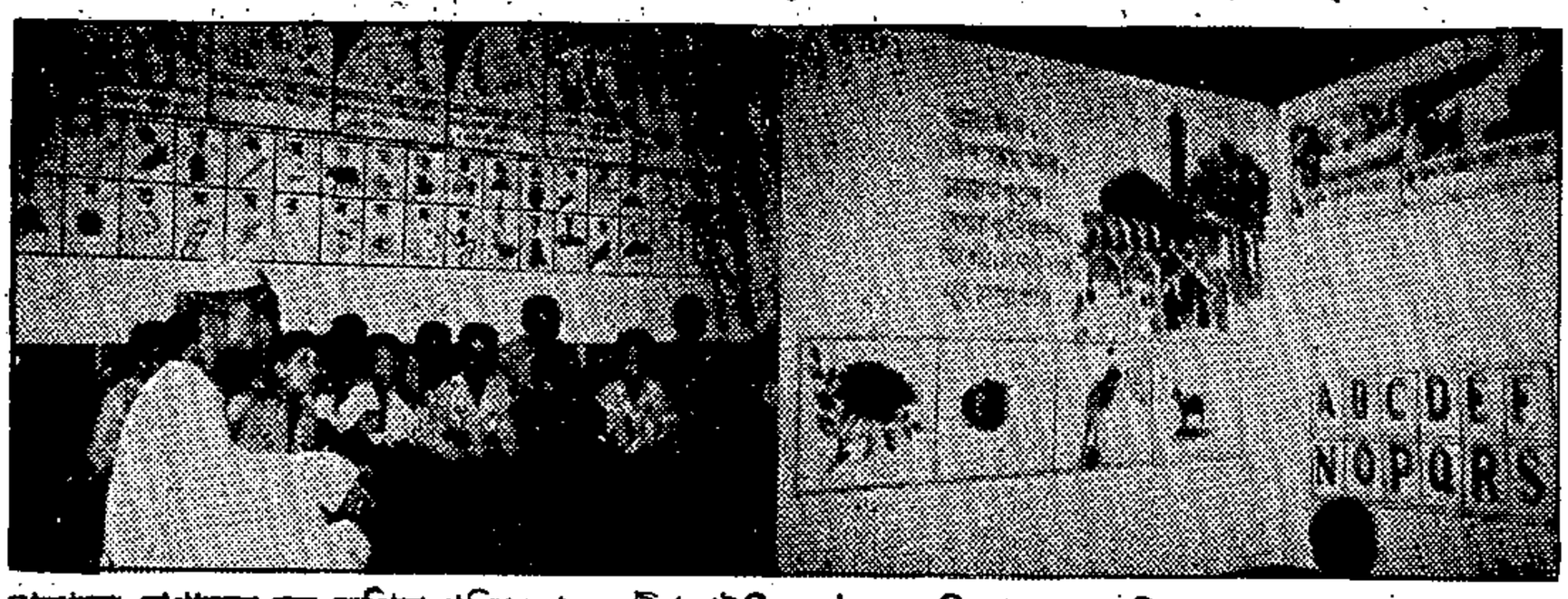

সাজানো বাগানের মত স্বপ্নিল পরিবেশে একটি 'আইডিয়েল' স্কুলে শিক্ষালাভরত শিশুরা। —ইত্তেফাক

আইডিয়েল

(৩য় পৃঃ পর)

ধীন এই প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলি হইতেছে ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী।

এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র ইত্তেফাককে জানায়, ১৯৯৫ সালের ১৩ই অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলার কোর্ট চাঁদপুরে সর্বপ্রথম এই কর্মসূচীর কাজ শুরু হয়।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হইতেছে নির্বাচিত জেলাসমূহে ২০০০ সালের মধ্যে স্কুল গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের শতকরা একশত ভাগ স্কুলে ভর্তি করা, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৯৫ ভাগের প্রতিদিন স্কুলে উপস্থিতি নিয়মিতকরণ, শতকরা ৮০ ভাগের প্রাইমারী শিক্ষা সমাপণকরণ ও ঝরিয়া পড়া রোধ করা।

এই কর্মসূচী সফল করিতে শিশুদের স্বপ্নের স্কুল বানাইতে কি কি দরকার তাহা নির্ধারণ করা হয় প্রথমে। প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীকক্ষ শিশুদের নিকট কিভাবে আকর্ষণীয় করা যায় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বছরব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্থানীয়ভাবে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অভিভাবক, মা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিওদের সম্পৃক্ত করিয়া গ্রুপ গঠন করা হয়। স্কুলগুলিকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা ও পরিচালনার জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে প্রশিক্ষণদান করা হয়। শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশলের অবলম্বনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করা হয়।

কর্মসূচীকে সফল করিয়া তোলার জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধকরনের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, ছাত্র ব্রিগেড গঠন, কাবদল গঠন, মা সমাবেশ করা, গৃহ পরিদর্শনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তাহাছাড়াও রিভিউ মিটিং, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বিনিময়, পরিদর্শন বা এক্সচেঞ্জ ভিজিটের ব্যবস্থা আছে।

শিশুদের শিক্ষা দান পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলা হয়। দেওয়ালে পাঠ্য বিষয়াবলীর ছবি থাকে। বাস্তবের সাথে তাল মিলাইয়া শিশুদের পাঠ দান করা হয়। ইহাতে শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শিশুদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি ও দক্ষতা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, স্কুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের অফিস উন্নয়ন, কল্যাণ ও সেবাকেন্দ্র হিসাবে স্কুলকে চালিয়া সাজানো, প্রথমশ্রেণীর শ্রেণীকক্ষের পুনর্বিন্যাস, অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন, সহায়তাপূর্ণ তত্ত্বাবধান রীতি অনুসরণ ইত্যাদি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। স্কুলের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য থাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নলকূপ, ফুলের বাগান, বৃক্ষরোপণ, সব্জি বাগান, থুথু ফেলার জন্য বালির বাক্স ও খেলার মাঠ। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্কুলগৃহ রং করা হয়, স্কুলের দেওয়ালে বাণী লিখন, স্কুল ও আশেপাশের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কর্তৃক সঙ্গীত, কাব্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। সচিত্র উপকরণ, বিভিন্ন বস্তুর নমুনা ও বাস্তব বস্তু শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার জন্য রাখা হয়। অভিনয়, সঙ্গীত পরিবেশনা, বিতর্ক, কবিতা, রচনা ও রচনা প্রতিযোগিতা ও দলীয় কাজ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাকে বিকশিত করা হয়। স্কুলগুলিকে সেবা ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য জরুরী আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার, উদ্বুদ্ধকরণ কেন্দ্র, মাদার্স ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়ন সেবা কর্মের কেন্দ্র হিসাবেও গড়িয়া তোলা হয়।

ভিন্ন ধরনের এই শিক্ষাঙ্গন পদ্ধতি বেশ সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইয়াছে। সরকার হইতে আইডিয়েল স্কুলগুলিকে ৫ হাজার টাকা করিয়া অনুদান দেওয়া হয়। স্কুলের সুবিধাভোগী ও স্থানীয় জনগণের স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হইয়া থাকে। ইউনিসেফ-এর একটি সূত্রে জানা যায়, কোর্টচাঁদপুর ও ঝিনাইদহ সদর থানায় ১২৯টি প্রাইমারী স্কুলে আইডিয়েল কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাদান চলিতেছে। বিদেশী দাতা সংস্থাগুলিও এই প্রকল্পে বেশ আগ্রহ দেখাইতেছে।